দৈনিক বাংলা

তারিখ 28 JUN 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে শিবির ক্যাডারদের অবরোধ ঃ ১৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

মনজুর কাদের মনজু চট্টগ্রাম ব্যুরো থেকে ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো প্রশাসন, শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রী ইসলামী ছাত্র শিবিরের ক্যাডারদের হাতে জিম্মি রয়েছে। প্রতিদিন শিক্ষকদের হুমকি প্রদান করছে। পুরো ক্যাম্পাস অবরোধ করে রেখেছে শিবির কর্মীরা। ফলে ১৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ সিন্ডিকেটের আদেশের তোয়াক্কা না করে শিবির কর্মীরা মিটিং মিছিল করছে। এতে সিন্ডিকেটের মর্যাদা ভূলিণ্ঠিত হচ্ছে। শিবির ক্যাডাররা গতকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানকে ঘেরাও করে। তারা "প্রীতিলতা" নামে হলের নামকরণ বাতিলের দাবী জানান। শিবির কর্মীরা উপাচার্যকে হুমকি প্রদর্শন করেছে। অভিযোগ উঠেছে, রাজশাহী থেকে বিপুল সংখ্যক শিবির ক্যাডার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বহিরাগত এই ক্যাডাররা শহীদ আবদুর রব হল, আলাওল হল, শাহআমানত হল এবং এফআর হলে আশ্রয় নিয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায় একটি সূত্র জানায় "প্রীতিলতা" নামে হল বাতিলের জন্য শিবির ক্যাডাররা গোপন বৈঠক করেছে। গতকাল তারা বলেছে প্রয়োজনে তালেবান বাহিনী গঠন করবে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসে পুরো শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্তক্ষীয় সংঘর্ষ তথা উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে গত ৮ই জুনের সিন্ডিকেটের সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক প্রচারণা নিষিদ্ধ করা হয়। সিন্ডিকেটের নির্দেশ জারীর পরদিন ইসলামী ছাত্রশিবির ক্যাডাররা মিছিল মিটিং করায় বিভিন্ন মহল উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে। শিবির ক্যাডারদের হাতে প্রশাসন যেন অসহায় দুর্বল।

সাধারণ নিরহ ছাত্রছাত্রীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। শিবিরের এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে আসতে চাচ্ছেনা কেউ। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সেশনজটে ভারাক্রান্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত দুমাস ধরে বিভিন্ন সংঘর্ষের ঘটনায় অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রকে কমপক্ষে তিন বছরের সেশন জটের বোঝা বহন করতে হচ্ছে। ১৯৯৪ সনের মাস্টার্স পরীক্ষার্থীরা এখনো পরীক্ষা দিতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে বারবার অপ্রীতিকর

(৮-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে শিবির ক্যাডারদের অবরোধ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়কে উত্তপ্ত করে তুলেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৮৬ সালের ২৬ শে এপ্রিল জাতীয় ছাত্র সমাজের সভাপতি আব্দুল হামিদের হাত কেটে শিবির ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয় হলসমূহ দখল করে নেয়। তখন থেকে শিবির ক্যাডাররা মিনি ক্যান্টেনমেন্ট গড়ে তুলে। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে ২২ শে ডিসেম্ব সাতদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলে শিবির ক্যাডাররা হামলা চালায়। এতে ছাত্রনেতা ফারুক নিহত এবং শতাধিক ছাত্রছাত্রী আহত হয়। এ হামলায় সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আলী ইমদাদ খানসহ কয়েকজন শিক্ষক আহত হয়। এসময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ১১ মাস বন্ধ ছিল। ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসে শিবিরের হাতে ছাত্রদল নেতা মুসা নিহত হয়। এ ঘটনায় কয়েক মাস বিশ্ববিদ্যালয় অচল থাকে। তখন কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ড ছয়মাস নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই ইসলামী ছাত্র শিবির সেই নির্দেশ অমান্য করে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছে। ক্যাম্পাস, রেলস্টেশন এবং এক নম্বর গেইটে, ৩০শে জুন পর্যন্ত সভা সমাবেশ মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু এই নির্দেশ অমান্য করে প্রতিদিন শিবির ক্যাডাররা মিছিল মিটিং করছে এবং হুমকি দিচ্ছে।